প্রথম প্রেম
যুবমানসের
প্রথম চিত্রার্ঘ্য

শ্রীশ্যামলাল জালান নিবেদিত

'যুব-মানস' এর শ্রদ্ধার্ঘ

"প্রথম প্রেম"

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কাহিনী অবলম্বনে

প্রযোজনা, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **অজয় বিশ্বাস**

সঙ্গীত পরিচালনা : অমল মুখোপাধ্যায়। আলোক চিত্র : ননী দাস। শব্দগ্রহণ : বাণী দত্ত, নৃপেন পাল, অতুল চট্টোপাধ্যায় ও জে. ডি. ইরানী। শিল্প-নির্দেশনা : রবি চট্টোপাধ্যায়। প্রধান-সম্পাদক : তরুণ দত্ত। সম্পাদনা : প্রশান্ত দে। সঙ্গীতগ্রহণ ও শব্দপুনর্লিখন : শ্যামসুন্দর ঘোষ। ব্যবস্থাপনা : মহাদেব সেন। রূপসজ্জা : নৃপেন চট্টোপাধ্যায় ও কারেকার (বোম্বে)। প্রচার-সচিব : সুকুমার ঘোষ। পটশিল্পী : বলরাম ও নব কয়াল। স্থিরচিত্র : এডনা লরেঞ্জ। যন্ত্র-সঙ্গীত : সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা। কণ্ঠ-সঙ্গীত : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও আরতি মুখোপাধ্যায়। আলোক-সম্পাতে : হরেন গাঙ্গুলী। গীতিকার : মিন্টু ঘোষ, বিহারী (বম্বে) ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সহকারীগণ

প্রধান সহকারী পরিচালক—রঞ্জন মজুমদার ॥ সহঃ পরিচালক—বিদ্যুৎ ভট্টাচার্য্য, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভেন সরকার ॥ আলোক চিত্র—কৃষ্ণ ধর ॥ শব্দানুলেখনে—হৃষিকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঁচু মণ্ডল ॥ ব্যবস্থাপনায়—শৈলেন দাশ, মণ্টু রাউথ, বাবুয়া ও সুনীল চক্রবর্তী ॥ সম্পাদনায়—তাপস মুখোপাধ্যায় ॥ সঙ্গীতে—শৈলেশ রায়, শৈলেন সেন, তাপস চট্টোপাধ্যায় ॥ শিল্প-নির্দেশে—সুরেশ চন্দ্র ॥ সাজসজ্জা—বৈজুরাম শর্মা ॥ পরিচয় পত্র—নারায়ণ দেবনাথ ॥ আলোক সম্পাতে—সুধীর সরকার, অভিমন্যু দাশ, দুখী অধিকারী, সুদর্শন দাস, সন্তোষ সরকার ও মারু ॥ পরিস্ফুটনে—অবনী রায়, তারাপদ চৌধুরী, মোহন চট্টোপাধ্যায় ও রবীন ব্যানার্জ্জী ॥

ক্যালক্যাটা মুভীটোন, নিউ থিয়েটার্স, টেকনিসিয়ান্স ও ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে

আর. সি. এ. শব্দযন্ত্রে গৃহীত।

আর. বি. মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজে পরিস্ফুটিত।

—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের—

"চক্ষে আমার তৃষ্ণা", "আমার হৃদয়" ও "কেন চোখের জলে"

বিশ্বভারতীর বিশেষ সৌজন্যে

বিশ্ব পরিবেশক

জালান প্রোডাকসন্স

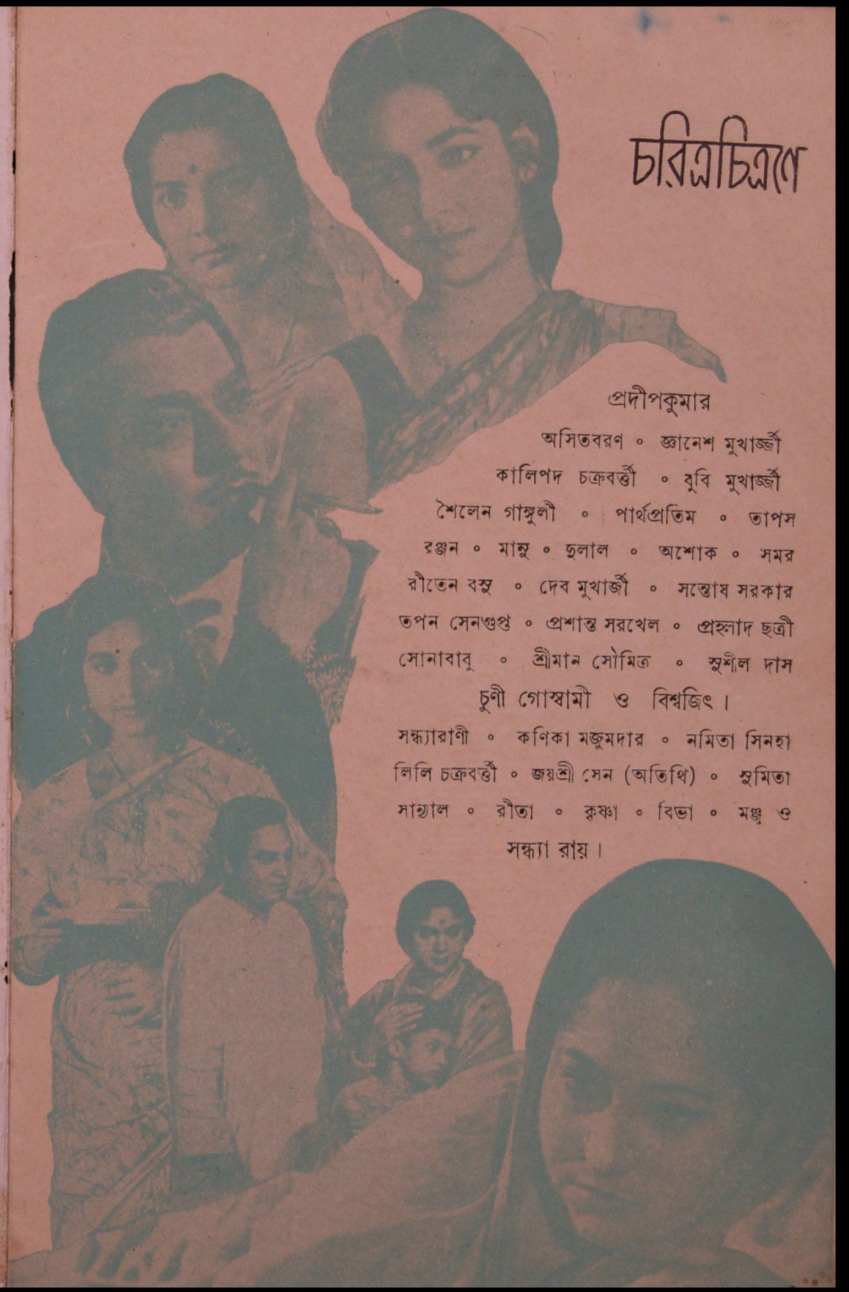

চরিত্রচিত্রণে

প্রদীপকুমার

অসিতবরণ ◦ জ্ঞানেশ মুখার্জ্জী

কালিপদ চক্রবর্ত্তী ◦ বুবি মুখার্জ্জী

শৈলেন গাঙ্গুলী ◦ পার্থপ্রতিম ◦ তাপস

রঞ্জন ◦ মানু ◦ দুলাল ◦ অশোক ◦ সমর

রীতেন বসু ◦ দেব মুখার্জী ◦ সন্তোষ সরকার

তপন সেনগুপ্ত ◦ প্রশান্ত সরখেল ◦ প্রহ্লাদ ছত্রী

সোনাবাবু ◦ শ্রীমান সৌমিত্র ◦ সুশীল দাস

চুণী গোস্বামী ও বিশ্বজিৎ।

সন্ধ্যারাণী ◦ কণিকা মজুমদার ◦ নমিতা সিনহা

লিলি চক্রবর্ত্তী ◦ জয়শ্রী সেন (অতিথি) ◦ সুমিতা

সান্যাল ◦ রীতা ◦ কৃষ্ণা ◦ বিভা ◦ মঞ্জু ও

সন্ধ্যা রায়।

HAPPY VALLEY TEA ESTATE
Darjeeling

চুণী!

বলেছিলাম তোমায় অন্তত: সব জানাব!

আজ তোমায় লিখতে বসেছি! সামনে আমার উদার মেঘমেদুর আকাশ—আর দেবতাত্মা হিমালয়,
এ নি:সঙ্গ জীবনই আমি চেয়েছিলাম বন্ধু।

মানুষের গণ্ডীতে এ পৃথিবীতে তুমিই আমার শেষ প্রিয়জন, তোমায় বলতে লজ্জা নেই
আমার... আজকাল মদের মাত্রাটা বড় বেশী বেড়ে গেছে— ভাবি খাব না— আবার না খেলেও
চলেনা, ঠিক এমনিই ছিলেন আমার বাবা.....

ভালবাসতেন তিনি তাঁর প্রজাকুলকে.....পূর্বপুরুষদের অভিশপ্ত সম্পত্তিকে তিনি নিয়োজিত
করতে চেয়েছিলেন লোককল্যাণে— কিন্তু আমার মতই বাবার নিশ্চিত দুর্ভাগ্য তা হতে
দেয়নি-চলে গেল একদিন বাবার জমীদারী, বহু স্বপ্ন ভঙ্গের বিতৃষ্ণায়.....মা আমার ভুল বুঝলেন
বাবাকে .....

আমার কল্যাণ কামনায় বাবাকে ত্যাগ করলেন আমার মা!! নোতুন জীবনের সন্ধানে মার
হাত ধরে গিয়েছিলাম কোলকাতায়—তারপর একদিন অনাহারের জ্বালায় কুকুরের মত ঢুকে
পড়েছিলাম মিসেস অনুপমা চ্যাটার্জীর বাড়ীতে....তারপর ভাগ্য আমার ভোজবাজী খেলেছিল—
বার বছর পরের অনুপমা চ্যাটার্জীর একমাত্র পুত্র যে মানব চ্যাটার্জীর গ্ল্যামার তুমি
দেখছ.....দেখেছ আমার বান্ধবী মঞ্জরীকে—মনে আছে তোমার আমি তোমায়
বলেছিলাম— "ক্যাপ্টেন আমি ট্রাজেডির বরপুত্র"

সেই কথাটা আজ বারবার মনে হচ্ছে, অনুপমা চ্যাটার্জী যেদিন আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন
সেদিনটা ভুলিনি— আর ভুলিনি মিলির প্রতারণা— ভুলিনি আমার মার মৃত্যু! ক্যাপ্টেন মার
মৃত্যুতে আমি শোক করিনি—শুধু মদ খেয়েছিলাম। জীবন সংগ্রামে জয়ী আমার বাবার
যেদিন দেখা পেলাম সেদিন আমি তাকে আমার সত্য পরিচয় দিয়নি— সেদিন গর্ব ছিল
বাবার মত জীবনের দু:খকে জয় করব— ক্যাপ্টেন আমি পারিনি— আমি পারিনি, আমি পারিনি—
সেই না পারার বেদনা আমাকে ক্ষয় করছে অবিরত, হয়ত আমি আর বাঁচবনা, চোখের জল
আর মুখের রক্ত হয়ত একসঙ্গে পড়বে।

ক্যাপ্টেন.....তুমি তো মোহনবাগানের অতগুলো প্লেয়ারের সুখ-দুখ-বেদনার সমব্যথী,— তুমিই
তো একদিন চেয়েছিলে আমায় তোমার পাশে— তাই বলি— পৃথিবীতে আজ আমায় কেউ ভালবাসে
না— আমার মা নেই, বোন নেই— ভাই নেই, চোখের জল ফেলার কেউ নেই— কিন্তু আমি চাই
একটু সান্ত্বনা— একটা অঙ্গীকার। আমার মৃত্যু সংবাদ যদি তোমার ব্যস্ত জীবনে আচমকা
কোনদিন পৌঁছয়—বন্ধু সেদিন একটু কেঁদ— একটু কেঁদ, বন্ধু একটু কেঁদ। এর বেশী কিছু চাই না।

মানব

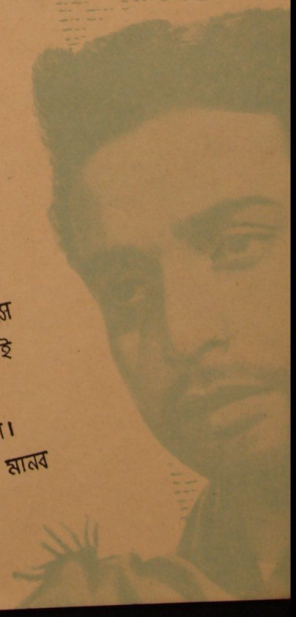

গান

(১)

প্যায়ার কি রাহা মে
চাহকে ফুল সব
আহ্ কি আগ মে
জল গ্যয়ে জল গ্যয়ে !!
কিসকো দিখলায়ে হম
আপনি জীবনকে গম
মোতি শবনম কে থে
ঢল গ্যয়ে ঢল গ্যয়ে
দর্দকি এ্যক এ্যয়সী
বাজি রাগিণী
দিল জ্বালানে লাগি
শরদে ইয়ে চাঁদনী
হম তরসতে রহে
ঘন বরষতে রহে
দিলকে আরমান ইউ
গ্যল গ্যয়ে গ্যল গ্যয়ে !!

(২)

এ কি ঝড়ের দোলায় দোলে আমার মন
কোন হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি
যেন ডাকে অনুক্ষণ !

আমি ভাগ্যহতের মত
তারে চিনতে পারিনি যে
সে যে এসেছিল কখন

সে চলেই গেছে নিজে,
শুধু আসা যাওয়ার পথে রেখে গেছে
তার প্রাণের সম্ভাষণ !

এত পূর্ণতারই মাঝে আমি শূন্য হয়ে আছি
তাই অনাহুতের মত
যেতে চাই যে কাছাকাছি

আমার চোখের জলের ভাষায়
তারে ডাকি
সে কি পায়না নিমন্ত্রণ !!

(৩)

অন্ধকারের পথ চিনতে আমি
প্রদীপ নিইনি মোর হাতে
জানি তুমি আলো হয়ে
রয়েছ আমার সাথে সাথে।
কবে কোন খেয়ালের তরী
ভালবাসা ঢেউ দিয়ে
দুটি মন দিয়েছিল ভরি।
সেই স্মৃতি লেখা আছে
হৃদয়ের এই লিপিকাতে !!
মেঘ আলো ভরানো
হৃদয়ের এই নীল আকাশে
কখনো তোমার মুখ সূর্য হয়ে
কখনো চন্দ্র হয়ে ভাসে
তারি সেই ঝরে পড়া আলো
জীবনের ছায়াপথে বারে বারে
লাগে কত ভাল
আজো সেই ভাল লাগা
জেগে আছে মোর আঁখিপাতে।

(৪)

অশ্রুতে মোর
কান্নাতে মোর
রুদ্র বীণার রুক্ষ লিখায় জাগো
বাংলার ঘরে ঘরে আছ যারা
মোর মত ভাগ্যহত !
পথ চল তুমি হোক না সে পথ
সঙ্গীবিহীন একা···
ভয় নেই জেন সেই পথে তুমি
বন্ধুর পাবে দেখা
আঁধারের বুকে তোমরা নিয়ত
জ্বল প্রদীপের মত
অশ্রুতে মোর·····

(৫)

অশ্রুতে নয়···
কান্নাতে নয়····
রুদ্রবীণার রুক্ষলিখায় জাগো
বাংলার ঘরে ঘরে আছ যারা
কেউ নও ভাগ্যহত
দূর হতে শুধু আলেয়ার মত
ভেবেছো তুমি গো যারে
হয়তো সে আলো জীবনে তোমার
দীপ জ্বেলে দিতে পারে
স্বপ্নের নীড় বৈশাখী ঝড়ে
হয়তো বিলীন হবে
চলার এ পথে সেই তো তোমার
সঞ্চয় হয়ে রবে····
মিথ্যার কাছে সত্য যা কিছু
কখনো হবে না নত,
বাংলার ঘরে ঘরে আছ যারা
কেউ নও ভাগ্যহত !
অশ্রুতে নয়—

(৬)

এত সুন্দর এই পৃথিবী
কেন এই রং তার মুছে যায় গো
আমি ভাবছি···
শুধু ভাবছি
এই ভাবনা কি কূল খুঁজে পায় গো ?
দূর সাগরের ঐ যে নীরব চাওয়া
নীল আকাশের আর বাতাসের
এই যে নীরব গাওয়া
কত ভাল লাগে
কত খুসী জাগে
সেই খুসীটুকু কেন মানুষের পৃথিবীতে
মানুষেরা মুছে দিতে চায় গো,
দোল দোলানো এই যে ঝাউয়ের বীথি
ঐ পাখীদের আর ফুলেদের
এই যে প্রাণের গীতি
কত আলো ঝরে
কত হাসি ভরে
সেই হাসিটুকু কেন অকরুণ নিয়তি যে
ঢেকে দিতে চায় বেদনায় গো।

(৭)

আন বান জিয়া মে লাগে
পরন লাগি ঝুঁককে পৈঁয়া
তুম হো মেহেরবান সৈঁয়া
তুম বিনা মোহে কলনা পরত
তুমহারে কারণ জাগিরে !!

কৃতজ্ঞতা জানাই

হাপী ভ্যালী টি এস্টেট (দার্জিলিং)।
প্রহ্লাদ ছত্রী (কার্সিয়ং)।
প্রতাপ আগরওয়াল (কার্সিয়ং)।
বারীন বন্দ্যোপাধ্যায়।
মণ্টু বসু (বসুশ্রী)।
অমল সরকার।
শ্যামল দত্ত (জয়নগর)।
নব আড্য। রামচন্দ্র শর্মা।
সুবোধ দাস। অসিত সেন।
শৈলেন মান্না। সি. এ. বি.।
মোহনবাগান। ইষ্ট বেঙ্গল।
সাদার্ণ সমিতি। হাজরা পল্লী।
৺কালি টেম্পল কমিটি।
পি. আর. ও (ইষ্টার্ণ রেল)।
ইয়ং বেঙ্গল বেডিং ষ্টোর্স।
দাঁ পেপার হাউস।
মালতী দেবী। তপতী দাঁ।
সুমিত্রা দেবী।
সন্ধ্যা রায়। চুণী গোস্বামী।
রমেন ঘোষ (সোনরাস)।
মডার্ণ ফার্নিচার্স (রবীন ব্যানার্জী)।
হবির রহমান।
রত্না চট্টোপাধ্যায়।
প্রতিমা বটব্যাল।

জালান প্রোডাকসন্স, ১৮৩।১ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-হইতে প্রকাশিত ও
অনুশীলন প্রেস, ৫২ ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।